সংবাদ

৮।৩।৮১

096

৩৮

প্রাথমিক শিক্ষকদের কাজে যোগদানের আহ্বান

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ ধর্মঘটী প্রাথমিক শিক্ষকদের আগামী কাল সোমবার থেকে কাজে যোগদানের আহ্বান জানিয়েছেন।

বাসস জানাচ্ছে, গতকাল অধ্যাপক আজাদের বাসভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দানকালে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি ৭৩ দিনব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষক ধর্মঘটের অবসান ঘোষণা করেন। সরকারের সাথে সমিতির চুক্তি

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন)

প্রাথমিক শিক্ষক

(প্রথম পাতার পর)

স্বাক্ষরিত হওয়ার প্রেক্ষিতে শুক্রবার সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় ধর্মঘট প্রত্যাহার এবং আন্দোলনের অন্যান্য কর্মসূচী বাতিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অধ্যাপক আজাদ বলেন, সারাদেশে প্রাথমিক শিক্ষকরা আগামী ২০শে মার্চ বিজয় দিবস পালন করবেন। এ উপলক্ষে ঐদিন বিকাল ৩টায় বায়তুল মোকাররমে ঢাকা জেলা শিক্ষকদের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। অন্যান্য জেলা সদর দপ্তরেও এ ধরনের সমাবেশ অনুষ্ঠানের কথা তিনি ঘোষণা করেন।

আড়াই মাসব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষক ধর্মঘটের ফলে ছাত্রদের পড়াশোনার যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণের জন্য শিগগিরই একটি কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে বলে সমিতির সভাপতি জানান।

অধ্যাপক আজাদ আশা প্রকাশ করেন, সরকার স্বাক্ষরিত চুক্তির সবগুলো শর্ত পূরণ করবেন। এ ছাড়া ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন দানের জন্য ছাত্র, শ্রমিক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে তিনি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রতি অভিনন্দন

ইউপিপি'র চেয়ারম্যান কাজী জাফর আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা জামাল হায়দার এক বিবৃতিতে প্রাথমিক শিক্ষকদের বিজয়কে ঐতিহাসিক বলে তাদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়েছেন। তারা মনে করেন প্রাথমিক শিক্ষকদের বিজয় একথাই প্রমাণ করেছে যে, জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমেই স্বৈরাচারকে পরাস্ত করা সম্ভব। তারা সাথে সাথে প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলন থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্যে বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির হরতালের কর্মসূচী প্রত্যাহৃত হওয়ায় হরতালের সমর্থনে আহূত ইউপিপি'র ৯ই মার্চের বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণের জনসভা বাতিল করা হয়েছে।

আইডিএল-এর সেক্রেটারী জেনারেল মওলানা আবদুস সোবহান তার বিবৃতিতে বলেন, প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলন আবার নতুন করে প্রমাণ করেছে, জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সামনে কোন স্বৈরতান্ত্রিক পদক্ষেপ টিকে থাকতে পারে না। সরকারের অনমনীয় মনোভাব আর গোঁড়ামির কারণেই দেশের প্রায় এক কোটি শিশু শিক্ষাবর্ষের শুরুতে দু'মাস ধরে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত থেকেছে বলে আমরা মনে করি।

ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব হায়দার আকবর খান রনো ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রাশেদ খান মেনন এম পি ঐক্যবদ্ধ থেকে শেষ পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তারা এই বিজয়কে দেশের সকল গণতান্ত্রিক শক্তি এবং সংগ্রামী মানুষেরও বিজয় বলে অভিহিত করেছেন।

লেবার পার্টির সভাপতি মওলানা আবদুল মতিন প্রাথমিক শিক্ষকদের সংগ্রামে জয়ী হওয়ার জন্যে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, শিশুদের দীর্ঘদিন শিক্ষা [illegible] থাকার জন্যে দায়ী বর্তমান সরকারের একগুঁয়েমি, দূরদর্শিতার অভাব ও পরিকল্পনাহীন জোড়াতালি নীতি।